সংবাদ

তারিখ ..
পৃষ্ঠা ... 10 JUL 2013 ......

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) দুর্নীতি, নিয়োগ বাণিজ্য ও আত্মীয়াতের পৃষ্ঠপোষকতাসহ নানা অনিয়মের অভিযোগসহ ১৩ দফা দাবির প্রতিকার ও সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে আন্দোলন করছে শিক্ষক জোট। এ দাবিতে গতকাল সকাল ১০টা থেকে কুবির ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) প্রফেসর ড. আমির হোসেন খানের অফিস কক্ষে তালা লাগিয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। এ আন্দোলনে কুবির বঙ্গবন্ধু কুমিল্লা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

কুমিল্লা : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক পরিষদের নেতারা একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে অংশ নেন। এদিকে, ভিসিকে প্রত্যাহারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষক নেতারা। শিক্ষকদের তোপের মুখে সন্ধ্যায় কুবিতে ভিসি এক জরুরি বৈঠক করেন বলে জানা গেছে।

আন্দোলনকারী শিক্ষক জোটের নেতা ও বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জিএম মনিরুজ্জামান জানান, ভুয়া শিক্ষাসনদ, নিয়োগ বাণিজ্য, জাল অভিজ্ঞতার সনদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৪টিতে দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত শর্ত লঙ্ঘন করে অর্থের বিনিময়ে বাংলা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে মোহাম্মদ গোলাম মাওলা ওরফে আহমেদ মাওলাকে দেয়া নিয়োগ, বাতিল এবং জন্য ও মানবিক অনুষদের ডিনের দায়িত্ব থেকে তাকে অপসারণসহ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য শিক্ষক জোটের পক্ষ থেকে ১৩ দফা উল্লেখ করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় দিয়ে গত ৭ জুলাই আমরা ভিসির কাছে দাবি জানাই। এরই মধ্যে সোমবার আমাদের বেঁধে দেয়া সময় অতিক্রান্ত হলেও ভিসি এসব বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করেননি। এতে মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে 'দুর্নীতি বিরোধী' শিক্ষকজোট আন্দোলনে নামে এবং তারা ভিসির অফিসকক্ষে তালা লাগিয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। আন্দোলনকারী শিক্ষক জোটের নেতা ও কুবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আইনুল হক জানান, আমাদের ১৩ দফা দাবি আদায়ে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভিসির প্রত্যাহার ও বিচারের এক দফা দাবিতে ভিসির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করব। শিক্ষকদের এ আন্দোলনের ফলে গতকাল কুবির ক্লাস-পরীক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কুবির শিক্ষার্থীরা জানায়, শিক্ষকদের এ আন্দোলনের কারণে অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে ভিসি প্রফেসর ড. আমির হোসেন খানের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করার পর বিকেল সাড়ে ৫টায় ভিসির ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে দলিলুর রহমান কলটি রিসিভ করেন এবং 'ভিসি মহোদয় এখন বৈঠকে আছেন' বলে তিনি জানান।